মুনাজেরে যামানা হযরত মাওলানা

আমীন সফদর উকাড়ভী রহ.

তাবলীগ বিরোধী অপপ্রচারের জবাব



অনুবাদ :

মাওলানা ইজহারুল ইসলাম আল কাউসারী

Islamic Da'wah and Education Academy

Preaching authentic Islamic Knowledge in the light of our pious-predecessors.

প্রকাশনায়: **ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন একাডেমি (iDEA)**

প্রকাশক: ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

যোগাযোগ:

০১৭৭৬৫৬৪৮১৭ (লেখক),

০১৯২০৯৬১৬৩৪

ই-মেইল:islamicdawahandedu@gmail.com

Islamic Da'wah and Education Academy

দুয়া ও অভিমত

হযরত মাওলানা মুফতি নুরুল আমিন সাহেব দা.বা.

প্রধান মুফতি, জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া, মারকাজুল কুরআন আল-ইসলামিয়া,ঢাকা।

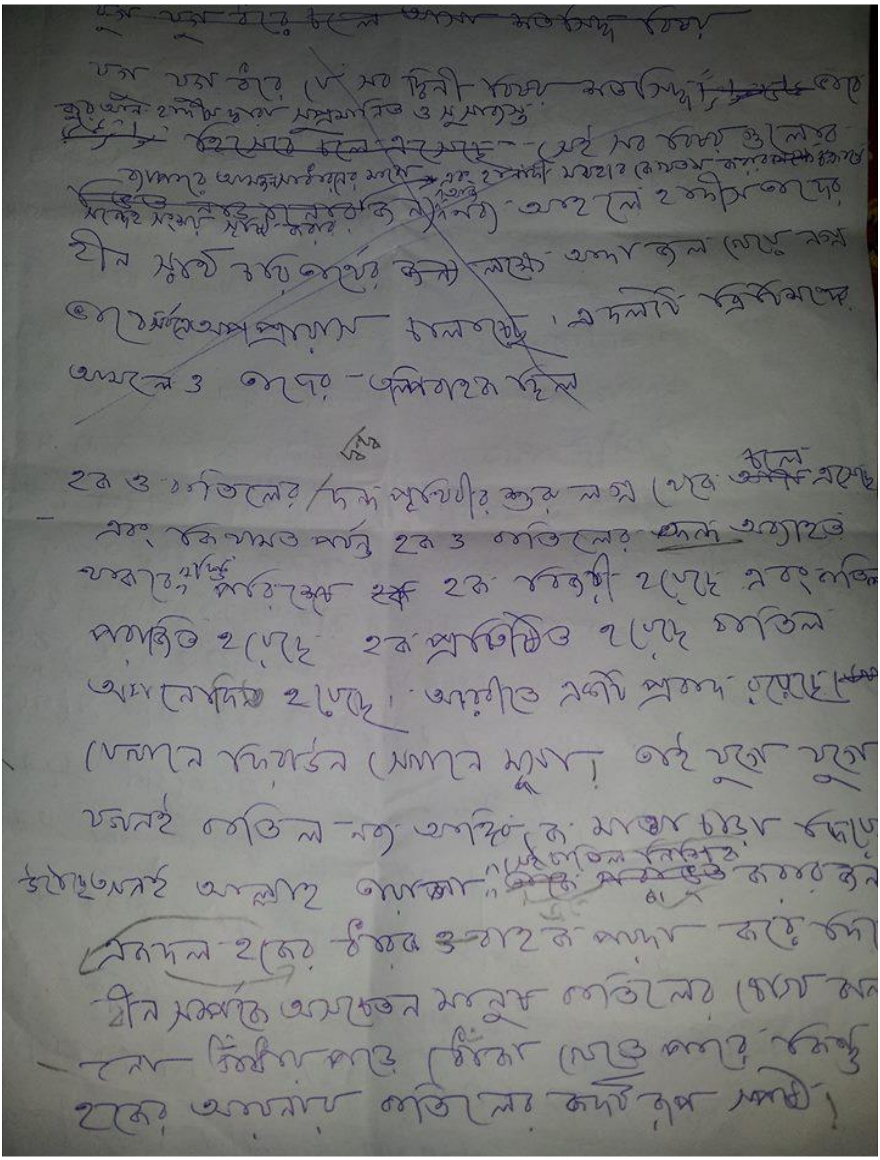
হক ও বাতিলের দ্বন্দ পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকে চলে এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হক ও বাতিলের দ্বন্দ অব্যাহত থাকবে; কিন্তু পরিশেষে হক বিজয়ী হয়েছে এবং বাতিল পরাজিত হয়েছে। হক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাতিল অপনোদিত হয়েছে। আরবীতে একটা প্রবাদ আছে, যেখানে ফেরআউন সেখানে মুসা। তাই যুগে যুগে যখনই বাতিল নব্য আঙ্গিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই আল্লাহ তায়ালা একে পরাভূত করার জন্য একদল হকের ধারক-বাহক পয়দা করে দিয়েছেন। দীন সম্পর্কে অসচেতন মানুষ বাতিলের চোখ ঝলসানো ধাঁধায় পড়ে ধোঁকা খেতে পারে কিন্তু হকের আয়নায় বাতিলের কদর্য রূপ স্পষ্ট।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ নতুন ফেতনারূপে সমাজে যে দলটি আবির্ভূত হয়েছে, তা হলো নব্য আহলে হাদীস। যুগ যুগ ধরে যেসব দীনি বিষয় স্বত:সিদ্ধভাবে কুরআন-হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে সংশয়ের বীজ বপন করে চলেছে, মানুষকে চরম বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। দীঘর্ দিন ধরে আমার দিলের তামান্না ছিল যে এদের

মোকাবেলার জন্য যদি একদল তরুণ কলম সৈনিক আলিম তৈরি হতো যারা সঠিক ইলমী দলিলের ভিত্তিতে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিবে। আমার এই লালিত স্বপ্নকে সামনে রেখে আমাদেরই ইফতা বিভাগের ছাত্র মাও.ইজহারুল ইসলাম কাউসারী ও তার কয়েকজন সাথি মিলে ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন একাডেমি চালু করেছে। এতে আমি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। আমি মনে করি এটা বর্তমান যুগের বড় একটা চ্যালেঞ্জ যা যুগের চাহিদা পূরণে সফল ভূমিকা রাখবে। সেই ইসলামিক দাওয়া একাডেমির প্রথম প্রকাশনা হিসেবে তাবলিগ বিরোধী অপপ্রচারের জবাব প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আমি পুস্তিকাটির আদ্যোপান্ত দেখেছি, যা খুবই দলিল ভিত্তিক ও যুক্তি নির্ভর। যা পাঠ করে আশা করি পাঠকের অনেক সংশয় কেটে গিয়ে সত্যের দিশা মিলবে।

পরিশেষে দোয়া করি আমার স্নেহাস্পদ মাও. ইজহারুল ইসলাম কাউসারীকে আল্লাহ তায়ালা একজন আলেমে হক্কানী রব্বানী বানান এবং বাতিলের মোকাবেলায় যুগশ্রেষ্ঠ মুখলিস বীর কলম সৈনিক হিসেবে কবুল করেন। এবং তার ইসলামিক একাডেমিকে হক ও হক্কানিয়্যাতের প্রতিষ্ঠায় এবং বাতিলের উদ্ধত আস্ফালন স্তব্ধ করনে সাহসী ভূমিকা পালন করার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করার তাওফীক দান করেন। যাবতীয় প্রতিকূলতা থেকে হিফাজত করে ধীরে ধীরে উন্নতির উচ্চ শিখরে উপনীত হয়ে ইসলামের খেদমতে কবুল করেন।

হযরত মাওলানা মুফতি নুরুল আমিন সাহেব দা.বা. এর নিজ হাতে লেখা অভিমত



করাচির সফরে ওহিদ বেগ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি আসলে পাঞ্জাবী। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থেকেছেন। তিনি তার পরিচয় দিয়ে বললেন আমি এখান থেকে এফ.এ করে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। প্রথম বছর শুধু ঈদের নামাজ ও কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়েছি। এভাবেই পুরো বছর কেটে গেছে। ঈদের নামাজে দু'তিন জন মুসলিম ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো। তারা তাবলিগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা আমার ঠিকানা লিখে নিলেন। এরপর নিয়মিত আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা শুরু করলেন।

জীবনে আমূল পরিবর্তন

তাবলিগের এই সাথিদের বাহ্যিক আকৃতি ও চলা-ফেরা হুবহু নববি আদর্শে উজ্জীবিত ছিলো। তাদের সাথে চলা-ফেরা করতে গিয়ে আমারও ইসলামি জীবন বোধ তৈরি হলো। অভূতপূর্ব আত্মপ্রশান্তি অনুভব করলাম। আমলের স্বাদ অনুভব করতে শুরু করলাম অন্তরের গভীর থেকে। আল্লাহ পাকের রহমতে আমি নিয়মিত নামাজ-রোযা আদায় করা শুরু করলাম। হালাল-হারামের পার্থক্য করে জীবন পরিচালনায় মনযোগী হলাম। নিজের সময় ও সম্পদের কিছু অংশ দীন শেখা ও তা অন্যের কাছে পৌঁছানোর কাজে ব্যয় করলাম। পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনকে দীনের পথে আনার মেহনত করলাম। আল্লাহর রহমতে একটি শান্তিপূর্ণ দীনি পরিবেশ তৈরি হলো। আমার জীবনের সম্পূর্ণ চার বছর এভাবে কেটেছে। আমি ও আমার স্ত্রী অতীত জীবনের কাযা নামাজ আদায়

করেছি। বান্দার হক ও আলাহর হকের ক্ষেত্রে পূর্বে যে অন্যায় হয়েছে, প্রত্যেকটা বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করে সেগুলো আদায় করেছি। আল্লাহ তায়ালা নিকট লজ্জিত হয়ে তওবা করেছি। ফাযায়েল আমল, তা'লীমুল ইসলাম, ও বেহেশতি জেওর কিনেছি। প্রতিদিন এগুলোর তা'লীম ও সে অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করেছি।

ভিন্ন একটি অভিজ্ঞতা

চার বছর পর একটি ঈদের মাঠে তিন চারজন যুবক আমাকে ঘিরে ধরলো। তাদের সাথে খুবই উষ্ম সাক্ষাৎ হলো। তারা দীনের প্রতি আমার ভক্তি ও প্রচেষ্টার প্রশংসা করলো। যুবকদের মুখে দাঁড়ি ছিলো না। পোষাক পরিচ্ছেদও সুন্নত ত্বরীকায় ছিলো না। তবে দীনের প্রতি তাদের উদ্দীপনা ও ভক্তি দেখে তাদের সাথে আমি উঠা-বসা শুরু করলাম। আমার একটা ভালো নিয়ত ছিলো। আমি মনে করেছিলাম, তাদের সঙ্গে মিশে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দীনের উপর আনার চেষ্টা করবো। হয়তো তারা এর মাধ্যমে দাঁড়ি ও সুন্নতি পোষাক গ্রহণ করবে। দীনের প্রতি তাদের উদ্দীপনা কাজে লাগানোই আমার মূল উদ্দেশ্য ছিলো। আমি তাদের কাছে গেলাম। সেখানে একটি ইসলামি লাইব্রেরী ছিলো। তারা আমাকে বললো, আপনাদের ধর্ম ইন্ডিয়া থেকে এসেছে, আমাদের ধর্ম মক্কা-মদিনা থেকে। একথা বলে তারা মাওলানা সাদেক সিয়ালকুটির সালাতুর রসুল বইটা দিলো। তারা বললো, যদি মক্কা-মদিনার ধর্ম পালন করতে চান, এই কিতাবটি পড়ুন। আমি তাদেরকে বললাম, এ বইটা তো সিয়ালকুটে লেখা হয়েছে। মক্কা-মদিনায় লেখা হয়নি। আমি তাদের কাছ থেকে বইটা নিলাম।

প্রথম মতভিন্নতা

আমি তাদেরকে বললাম, শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. তাঁর ফাযায়েলে আমলেও কুরআনের আয়াত, নবিজি স. এর হাদিস ও বুযুর্গদের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন। খুবই আশ্চর্যজনক একটি

কিতাব। এর ওসিলায় আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আগে বে-নামাজি ছিলাম। এখন পরিপূর্ণ নামাজি হয়েছি। মিথ্যা বলতাম। এখন তওবা করেছি। হালাল-হারামের কোন ধারণা ছিলো না। এখন হারাম থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি। আমার জীবনে ইসলামের যে অংশটুকু দেখছো, এগুলো এই কিতাবের বরকতে হয়েছে।

তারা সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা খণ্ডন করে বলতে শুরু করলো, আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ। শাইখুল হাদিস সাহেব অনেক কথা উদ্ধৃতি ছাড়া উল্লেখ করেছেন। তারা আমাকে বেশ কয়েকটা জায়গা দেখালো। সেখানে কোন উদ্ধৃতি ছিলো না। এরপর, সালাতুর রসুল দেখিয়ে বললো, দেখুন, প্রত্যেকটা কথা উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ রয়েছে। ধর্মীয় বিষয় সব সময় উদ্ধৃতি ও সনদসহ উল্লেখ করা উচিৎ। তাদের এ কথায় আমি একেবারে নিরুত্তর হয়ে গেলাম। বাস্তবেই আমি একটা ধাক্কা খেলাম। মনে সংশয় দেখা দিলো, শাইখুল হাদিস সাহেব কেন কিছু কিছু জায়গায় উদ্ধৃতি উল্লেখ করেননি?

ওহিদ সাহেব উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার সময় আমাকে বললো, আপনি এর উত্তর দিন। আমি বললাম, এর উত্তর শাইখুল হাদিস সাহেব নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। আমি হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে মেশকাত শরীফ, তানকীহুর রুয়াত, মেরকাত, ইহইয়াউ উলুম এর শরাহ এবং আলামা মুনযীরি রহ. এর তারগিব ওয়াত তারহিব এর উপর নির্ভর করেছি। অধিকাংশ হাদিস এখানে থেকে নিয়েছি।

এগুলোর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি না। এই কিতাবগুলো ছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে হাদিস গ্রহণ করলে সেগুলোর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দিয়েছি"।[১] তিনি শাইখুল হাদিস সাহেবের কথাটা তিনবার পড়লেন। এরপর বললেন, তিনি তো আসলেই বিষয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমি পুরো কিতাব পড়িনি।

আমি তাকে বললাম, সালাতুর রসুল কিতাবেও অনেক কথা উদ্ধৃতি ছাড়া আছে। যেমন, ৪৪৯ পৃ. থেকে ৪৫৪ পৃষ্ঠায় যে দোয়া ও আমল আছে, এগুলো তিনি উদ্ধৃতি ছাড়া উল্লেখ করেছেন। গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আব্দুর রউফ সালাতুর রসুল এর টীকায় মারাত্মক উপহাস করে লিখেছেন,

"এই ওজিফা পাঠকারীকে একটি সিন্দুকে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেয়া উচিৎ। এতে হজরত ইউনুস আ. এর পূর্ণ সাদৃশ্য লাভ করবে। এভাবে আমল করার দ্বারা একচল্লিশ দিন অবস্থানের প্রয়োজন হবে না, কয়েক ঘন্টায় সব ধরনের বালা-মুসীবত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কোন বিপদাপদ থাকবে না। চিরকালের জন্য সব দূর হয়ে যাবে। ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি খুবই আশ্চর্যন্বিত হয়েছি। খুব দু:খ লেগেছে। আমাদের সালাফিদের মাঝেও এজাতীয় কুসংস্কার ও অনর্থক বিষয়

---

[১] ফাযায়েলে কুরআন, পৃ.7। বর্তমানে ফাযায়েলে আমলের সমস্ত হাদীসের তাহকীকসহ তাহকীকুল মাকাল নামে খুবই মূল্যবান একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত উর্দু অনুবাদ হলো, তাসহীহুল খিয়াল। আগ্রহী পাঠক কিতাব দু'টি সংগ্রহে রাখতে পারেন। এগুলো দেখলে ফাযায়েলে আমলের ব্যাপারে সৃষ্ট সন্দেহ দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

কীভাবে ঢুকলো? আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, এজাতীয় কথা কি আলাহর সঙ্গে ঠাট্টা নয়? এ পদ্ধতি কোন্ আয়াত বা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত" ।[২]

ভুল উদ্ধৃতি

ওহিদ সাহেব উদ্ধৃতি ছাড়া বক্তব্য দেখে পেরেশান হয়ে গেলেন। এ বক্তব্যের উপর আরেক আহলে হাদিসের মন্তব্য পড়ে একেবারে নির্বাক। আমি বললাম, এ কিতাবে অনেক ভুল উদ্ধৃতি আছে। দেখুন, সালাতুর রসূল এর 136 নং পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম দিয়েছেন, নামাজের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মর্যাদা। এ বিষয়ে তিনি নামাজের মর্যাদা বিষয়ক 124 টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদিসগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন সিহাহ সিত্তা থেকে। এর মাঝে 14 টি সিহাহ সিত্তায় নেই। হাদিসগুলো হলো, 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20। একইভাবে আহলে হাদিস আলেম মাওলানা আব্দুর রউফ সাহেব বলেছেন, সালাতুর রসুলে বিভিন্ন কিতাব থেকে অনেক হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অথচ বাস্তবে হাদিসগুলো এসব হাদিসের কিতাবে নেই। যেমন, 278, 283, 311, 343, 358, 571, 639, 665, 667, 620।[৩] এই বারটি হাদিসের ভুল উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, এই

[২] সালাতুর রাসূল, পৃ.৫০৪।

[৩] সালাতুর রসূল, পৃ.14।

ছোট্র একটা কিতাবে এতো ভুল উদ্ধৃতির ছড়াছড়ি কেন? এবার ওহিদ সাহেব কিংকর্তব্যে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তিনি বার বার বলছিলেন, হে আল্লাহ, আপনার সহজ সরল বান্দারা কোথায় যাবে?

যয়িফ (দুর্বল) হাদিস

ওহিদ সাহেব বললেন, যুবকরা আমাকে শাইখুল হাদিস সাহেব অধিকাংশ বক্তব্য উদ্ধৃতি ছাড়া উল্লেখ করেছেন। যেসব হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এর মাঝে অধিকাংশ হাদিস যয়িফ ও জাল। কিন্তু সালাতুর রসুল কিতাবে একটাও যয়িফ হাদিস নেই। তাদের এই অভিযোগ বেশ শক্তিশালী মনে হয়েছিলো। তাদের একথা শুনে ফাযায়েলে আমলের প্রতি আমার ভক্তি উঠে গেল।

আমি তাকে বললাম, ফাযায়েলে আমলের উপর এধরনের অভিযোগ করা মুহাদ্দিসদের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, মুহাদ্দিসদের মূলনীতি হলো, ফাযায়েল, উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনমূলক (তারগিব ও তারহিব) হাদিসের ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিসও গ্রহণযোগ্য। শাইখুল হাদিস সাহেব নিজেই এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তিনি ফাযায়েলে নামাজের শেষে 'শেষ আবেদন' নামে একটা শিরোনাম দিয়েছেন। এখান তিনি লিখেছেন, "একটি বিষয়ে সতর্ক করা জরুরি। ফাযায়েল বিষয়ে মুহাদ্দিসদের নিকট যয়িফ হাদিসের ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। সাধারণ পর্যায়ের যয়িফ হাদিস ফাযায়েল বিষয়ে

গ্রহণযোগ্য। সূফিদের ঘটনাসমূহ ঐতিহাসিক বর্ণনার মতো। ঐতিহাসিক বর্ণনার মর্যাদা হাদিসের তুলনায় অনেক কম"।[৪]

অন্য এক জায়গায় লিখেছেন, "যদিও হাদিস শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু বর্ণনা অভিযুক্ত, তবে এগুলো কোন ফিকহি মাসআলা নয়। এর জন্য শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন নেই। এগুলো মূলতঃ কিছু সুসংবাদ ও স্বপ্ন"।[৫]

আমি বললাম, এগুলো তো শাইখুল হাদিস রহ. লিখেছেন। আমি এর সামান্য ব্যাখ্যা করছি। মৌলিকভাবে হাদিস বর্ণনাকারীর মাঝে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। হেফজ ও আদালত অর্থাৎ স্মরণশক্তি ও ন্যায়-পরায়ণতা। তার স্মরণশক্তি কেমন এবং সে গোনাহ থেকে বাঁচে কি না এগুলো যাচাই করা হয়। বর্ণনাকারীর মাঝে যদি স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে, তবে মুহাদ্দিসগণ একে সাধারণ দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করেছেন। কেননা এই দুর্বলতা মুতাবে[৬] ও শাওয়াহেদ দ্বারা দূর হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে দু'জন মহিলার সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ বলা হয়েছে, যদি একজন মহিলা ভুলে যায়, তবে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। এ থেকে মুহাদ্দিসগণ একটি

---

[৪] ফাযায়েলে নামায, পৃ.96।

[৫] ফাযায়েলে দুরুদ। পৃ.56।

[6] হাদিস শাস্ত্রের উলামায়ে কেরাম একে মোতাবায়াত ও শাওয়াহেদ বলে থাকেন। কোন বর্ণনাকারী একটা হাদিস বর্ণনা করার পর অন্য কোন রাবী হাদিসটি যদি প্রথম বর্ণনাকারীর উস্তাদ বা উপরের কারও থেকে বর্ণনা করলে একে তাবে বলে। মুতাবায়াত দুই প্রকার, ১. তাম্মা, ২. নাকেসা।
শাহেদ বলা হয়, এককভাবে বর্ণিত একটি হাদিসের ক্ষেত্রে হুবহু একই শব্দে কিংবা একই অর্থে অন্য সাহাবী থেকে উক্ত হাদিস বর্ণিত হওয়া। (অনুবাদক)

মূলনীতি বের করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে একটা হাদিসের দু'টো সনদ থাকে। সনদ দু'টোর কোন একজন বর্ণনাকারী যদি স্মরণশক্তির দিক থেকে দুর্বল হয়, তবে হাদিসটি সামগ্রিকভাবে সহিহ সাব্যস্ত হবে। একারণে শাইখুল হাদিস রহ. বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন, "হাদিসটির বিষয়বস্তু অনেক বর্ণনায় রয়েছে"। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তাবে ও শাওয়াহেদ এর কারণে হাদিসটা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এধরনের বর্ণনা অস্বীকার করা কুরআনের মূলনীতি অস্বীকারের নামান্তর। সুতরাং শাইখুল হাদিস রহ. এর উপর অভিযোগ না করে কুরআনের উপর অভিযোগ করা উচিৎ। বর্ণনাকারী যদি আদেল (ন্যায়-পরায়ণ) না হয়, তবে হাদিসটাকে মারাত্মক পর্যায়ের যয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং শরিয়তের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে এধরণের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ফাযায়েল ও ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়-পরায়ণতা শর্ত নয়। রসুল স. বলেছেন, তোমরা বনী ইসরাইল থেকে বর্ণনা করতে পারো। এতে অসুবিধা নেই।[৭] আপনি চিন্তা করুন, উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনমূলক বিষয় যদি ইহুদিদের থেকে বর্ণনা করা যায়, তবে একজন ত্রুটিযুক্ত মুসলমান কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়? সুতরাং হাদিসটা যখন বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হবে, তখন তা গ্রহণের ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। বিধি-বিধান প্রমাণের ক্ষেত্রে এধরনের বর্ণনাকারীর হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং শাইখুল হাদিস রহ. পবিত্র কুরআন, রসুল স. এর হাদিস ও মুহাদ্দিসদের মূলনীতির আলোকে ফাযায়েলে আমলে হাদিস সংকলন করেছেন। ফাযায়েলের ক্ষেত্রে সব মুহাদ্দিস এই পদ্ধতি অনুসরণ

---

[৭] বোখারী শরীফ, খ.1, পৃ/491। তিরমিযি শরীফ, খ.2, পৃ.107।

করেছেন। ইমাম নববি রহ. মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামায়[৮] এবং ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়া-তে[৯] উল্লেখ করেছেন, ফাযায়েল বিষয়ে যয়িফ হাদিস গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় বিষয়

এরপর আমি বললাম, আপনি শুনে আশ্চর্যন্বিত হবেন। সালাতুর রসুল কিতাবে শুধু ফাযায়েল বিষয়ে নয়, বরং বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও অনেক যয়িফ হাদিস রয়েছে। আহলে হাদিস আলেম মাওলানা আব্দুর রউফ এই কিতাবে নাম্বারসহ মারাত্মক দুর্বল পর্যায়ের 84 টি হাদিস চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো, 6, 13, 14, 16, 22, 34, 52, 53, 56, 66, 73, 85, 88, 107, 109, 110, 153, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 204, 205, 206, 209, 214, 224, 230, 231, 233, 234, 236, 239, 241, 248, 249, 265, 266, 278, 363, 383, 414, 415, 419, 444, 448, 459, 461, 470, 471, 472, 473, 485, 541, 544, 544, 551, 557, 565, 578,

---

[৮] মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামা, খ.1, পৃ.21।

[৯] মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.18, পৃ.65-68।

584, 586, 626, 630, 654, 660, 664, 665, 666, 673, 679, 683, 694, 695, 699, 703। এই হাদিসগুলো মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল। একারণে প্রবাদ রয়েছে, নিজে পাপে ডুবে থেকে অন্যকে নসিহত করতে নেই। আমার এই আলোচনা শুনে ওহিদ সাহেব খুব পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি অস্থির হয়ে বলছিলেন, হায় আল্লাহ, এতোটা জালিয়াতি?

শিরকে ভরা

ওহিদ সাহেব বললেন, তাবলিগি নেসাব তো শিরকে ভরা। ফাযায়েলে দুরুদ, ফাযায়েলে সাদাকাত, ও ফাযায়েলে হজে এমন কিছু ঘটনা আছে, যেগুলো স্পষ্ট শিরক। আমি কিছুদিন চিন্তা করলাম, কিতাবটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। লাখ লাখ মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে। শত শত আলেম কিতাবটা দেখেছে। কোন মুফতি, মুহাদ্দিস, ফকিহ বা আলেমের দৃষ্টি এগুলোর উপর পড়েনি। অথচ এই যুবকগুলোর দৃষ্টিতে বিষয়টা ধরা পড়েছে। ঘটনাগুলোর সন্তোষজনক কোন উত্তরও আমার জানা ছিলো না। অবশেষে আমি শুধু তাবলিগই ছাড়িনি, তাবলিগের ঘোর বিরোধী হয়েছি। কারণ, আমার জানা মতে তারা শিরক প্রচার করছে। তাদের নামাযেও প্রচুর ভুল। আমার কাছে নামাজ, রোযা, হজ, জিহাদ ইত্যাদি থেকে তাবলিগের বিরোধিতা অনেক বেশি সওয়াবের কাজ মনে হতে শুরু করলো। ঘরে, বাজারে, মসজিদে, অফিসে আমার একমাত্র কাজ ছিলো সবাইকে এটা বলা যে, তাবলিগ জামাত

তাউহিদ প্রচার করে না বরং শিরক প্রচার করে। তারা ইসলাম মানে না, হানাফি মাজহাব মানে। একসময় জামাতের নামাজ ও তাকবিরে উ'লার প্রতি উদীসনতা সৃষ্টি হলো। হালাল-হারাম যাচাই-বাছাইয়ের কোন গুরুত্ব রইল না। তাউহিদ প্রচারের নেশা এমনভাবে চাপল যে, মনে হতো, এর ওসিলায় সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। নিজের নামাজের কোন গুরুত্ব ছিলো না। অথচ অন্যকে মুশরিক ও বে-নামাজি বলার প্রতি খুবই উৎসাহ বোধ করতাম। নিজের সংশোধনের কোন চিন্তা ছিলো না। আমার লক্ষ্য শুধু একটা, সারা পৃথিবীকে শিরক থেকে বাঁচাতে হবে। যারা ফাযায়েলে আমল পড়ে মুশরিক হয়েছে, তাদেরকে সঠিক পথে আনতে হবে। কিন্তু দু:খের বিষয় হলো, আমার এই প্রচেষ্টায় তেমন কোন সফলতা পাইনি। কারণ, দু'বছরের কঠোর সাধনায় মাত্র দু'তিন জনকে তাবলিগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছি। অথচ এতোদিনে হাজারও মানুষ তাবলিগে ঢুকেছে। তবে আমি পরকালে আল্লাহ তায়ালার নিকট পূর্ণ প্রতিদানের আশাবাদী।

কারামত

আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, এগুলো হলো কারামাত। একে খরকে আদত বা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয়ও বলা হয়। সাধারণ নিয়ম হলো স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টি হয়। নিয়ম বহির্ভূত বিষয় হলো, কোন পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত হজরত মারইয়াম আ: এর সন্তান হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়ম হলো, উটনীর পেট থেকে উট জন্ম নেয়। অস্বাভাবিক বিষয়

হলো, পাহাড় থেকে উটনী জন্ম নিয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো, সাপের পেট থেকে সাপ জন্ম নেয়। কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত হজরত মুসা আ. এর লাঠি সাপ হয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো ওষুধ ও অপারেশনের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ ভালো হয়ে থাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার হলো, হজরত ইউসুফ আ. এর জামা ও হজরত ইসা আ. এর হাতের দ্বারা অন্ধ ভালো হয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো, গরু গরুর মতো শব্দ করবে। অস্বাভাবিক হলো, গাভি যদি মানুষের মতো কথা বলে। সাধারণ নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ বা মাখলুকের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু কারামত বা নিয়ম বহির্ভূত বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, তবে তা মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পবিত্র কুরআনে হজরত ইসা আ. এর মু'জেযা উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরাও এই মু'জেযাগুলো সত্য মনে করে। তারা এও বিশ্বাস করে, এগুলো হজরত ইসা আ. এর হাতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এগুলো ছিলো, আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। মুসলমানরা যখন এগুলোকে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা বলে বিশ্বাস করে, তখন প্রত্যেকটা মু'জেযায় তারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেখতে পায়। কিন্তু খ্রিস্টানরা এগুলোকে হজরত ইসা আ. এর ইচ্ছাধীন মনে করে। তারা বিশ্বাস করে এগুলো হজরত ইসা আ. এর নিজস্ব ক্ষমতা। ফলে তারা প্রত্যেকটা মু'জেযার ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করেছে। এই মু'জেযা থেকে শিরকের অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া তাদের ভ্রান্তি। এখানে আল্লাহ তায়ালা ও ইসা আ. এর কোন ত্রুটি নেই। খ্রিস্টীয় ভ্রান্ত ধারণাই এখানে মূল বিষয়। তারা একটা তাউহিদের প্রমাণকে শিরক বানিয়েছে।

একইভাবে আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যখন কোন কারামত শুনি, তখন একে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বহি:প্রকাশ মনে করি। একারণে এসব কারামতের ক্ষেত্রে আমরা শুধু একত্ববাদের প্রকাশ দেখি, তাউহিদের প্রমাণ পাই। আপনারা যখন একই কারামতকে খ্রিস্টীয় চেতনা নিয়ে পড়েন, তখন একে শিরক আর শিরক মনে করেন।

কিছু বান্দাকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতের দ্বারা সম্মানিত করার কারণে নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তায়ালা দোষী নন। আবার এগুলো বিভিন্ন বুযুর্গের হাতে প্রকাশ পাওয়ার কারণে তারাও কোন ত্রুটি করেননি। মূল ত্রুটি হলো, আপনাদের এই খ্রিস্টীয় চেতনা। আপনি এখনও যদি খ্রিস্টীয় চেতনা মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ ইসলামি চেতনায় এগুলো পড়েন, তবে আপনিও একত্ববাদের প্রমাণ দেখতে পাবেন।

এগুলো হতেই পারে না:

ওহিদ সাহেব খুব চটে গিয়ে বললেন, এখানে অনেক ঘটনা এমন রয়েছে, যেগুলো হতেই পারে ন। একেবারেই অসম্ভব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার পক্ষ থেকে হতে পারে না? আলাহর পক্ষ থেকে না কি সৃষ্টির পক্ষ থেকে? যদি বলেন, সৃষ্টির পক্ষ থেকে হতে পারে না। তাহলে আপনার কথা শতভাগ সত্য। এগুলোকে সৃষ্টির নিজস্ব ক্ষমতা মনে করায় হলো খ্রিস্টীয় চেতনা। আর যদি বলেন, এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হতে পারে না, তাহলে আপনি আল্লাহর ক্ষমতা ও ইলম অস্বীকার করলেন। আপনি

যদি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এগুলোকে অসম্ভব মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তায়ালার ততটুকু ক্ষমতা আছে, যতটুকু আপনার আছে, তাহলে আপনার এই তাউহিদ থেকে এখনই তওবা করুন। আপনার এধরনের কথা দ্বারা আল্লাহর ওলিদের কারামত অস্বীকার করা হয় না, বরং আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা অস্বীকার করা হয়।

শুধু মিথ্যাঃ

ওহিদ সাহেব বললেন, মানুষ বুযুর্গদের নামে বিভিন্ন মিথ্যা ও মনগড়া ঘটনা তৈরি করে থাকে। এগুলো কী গ্রহণযোগ্যতা আছে?

আমি বললাম, কোথায় মিথ্যা বানানো হয়নি? মানুষ মিথ্যা খোদা বানিয়েছে।মিথ্যা নবি বানিয়েছে। মিথ্যা হাদিস তৈরি করেছে। বাজারে জাল টাকা বানিয়েছে। আপনি কি শুধু মিথ্যা খোদাকেই অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য খোদাকেও? শুধু মিথ্যা নবীকে অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য নবীকেও? শুধু জাল হাদিস থেকে বেঁচে থাকবেন না কি সহিহ হাদিস থেকেও। জাল নোট থেকে বাঁচতে গিয়ে আসল নোট ব্যবহারও ছেড়ে দিবেন? কারামতের ক্ষেত্রেও আপনাকে মিথ্যা ঘটনা মানতে কে বলেছে? মিথ্যা ঘটনা থাকার কারণে সত্য ঘটনাও অস্বীকার করবেন কোন যুক্তিতে?

বিবেক মেনে নেয় না

এধরনের ঘটনা কীভাবে মেনে নিবো? অনেক বিষয় এমন রয়েছে, যা নবি ও সাহাবিদের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। নবি ও সাহাবাদের

মর্যাদা তো ওলিদের থেকে অনেক উর্ধ্বে। একটা অসম্ভব ব্যাপার হলো, একজন নবি ও সাহাবির হাতে যেই কারামত প্রকাশিত হয়নি, সেটা একজন ওলির হাতে প্রকাশিত হবে।

আমি বললাম, আজব ব্যাপার। আপনি এখানে যুক্তি দিতে শুরু করলেন। আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনি স্বপ্ন দেখেন কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুবহু সেগুলোই দেখেন যা নবি ও সাহাবিগণ দেখেছেন না কি এর চে' বেশি দেখেন? ওহিদ সাহেব বললেন, এখানে নবি ও সাহাবিদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই স্বপ্নে দেখান। কখনও একটা ছোট্ট শিশুও স্বপ্ন দেখে। সকালে বলে যে, আমি স্বপ্ন দেখেছি, আজ নানা এসেছে। বাস্তবেও ঐ দিন নানা এসে পড়লো। ফলে স্বপ্ন বাস্তব প্রমাণিত হলো। এই স্বপ্নকে কেউ এই বলে অস্বীকার করে না যে, পরিবারের বড়রা কেউ স্বপ্ন দেখলো না, একটা শিশু কীভাবে দেখলো?

দেখুন, হজরত মারইয়াম আ. আল্লাহর ওলি ছিলেন। তিনি মৌসুম ছাড়া ফল খাচ্ছিলেন। অথচ হজরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও তার নিকট ফল আসেনি। হজরত আয়েশা রা. নবিজি স. এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন সন্তান হয়নি। এমনকি একটা কন্যা সন্তানও হয়নি। অথচ হজরত মারইয়াম আ. আল্লাহর ওলি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্বামী ছাড়া পুত্র সন্তান দিয়েছেন। হজরত ইয়াকুব আ. প্রতিদিন নিজের মুখে হাত লাগিয়েছেন। চোখ ভালো হয়নি। অথচ হজরত ইউসুফ আ. এর শুধু জামার স্পর্শে চোখ সুস্থ

হয়েছে। যেই বাতাস হজরত ইসা আ.এর সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে যেত, তাকে হিজরতের সময় আদেশ দেয়া হয়নি যে, রসুল স. কে এক মুহূর্তে মদিনায় পৌঁছে দাও। হজরত সুলাইমান আ. নবি হওয়া সত্ত্বেও বিলকিসের সিংহাসন এনেছিলো তাঁর এক সাহাবি। এগুলো সব আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি চাইলে হাজার মাইল দূরের বাইতুল মুকাদ্দাস চোখের সামনে দেখতে পান। জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পারেন। এর বিপরীতে হুদায়বিয়া সন্ধির সময় উসমান গণি রা. এর শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ আসে। সংবাদটি যাচাইয়ের কোন মাধ্যম ছিলো না। একারণে রসুল স. উসমান রা. এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাইয়াত শুরু করে দিয়েছিলেন। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শত মাইল দূরের জিনিস দেখলে পেলেও আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়ার কারণে কয়েক মাইল দূরের বিষয় জানতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা না হওযার কারণে সামান্য দূরে কূপের মধ্যে থাকা হজরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে জানতে পারেননি। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা হওয়ার কারণে মিশরে অবস্থিত হজরত ইউসুফ আ.এর জামার ঘ্রাণ কিনআনে পেয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে দুনিয়ার সবাইকে মুশরিক মনে করছেন, এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বার চিন্তা করুন। আর অন্ত র থেকে তওবা করুন।

হানাফিদের নামাজ

এবার ওহিদ সাহেব বললেন, আপনারা যে নামাজ পড়েন, এগুলোর কোন প্রমাণ নেই। শুধু মাজহাব ও ইমামের অন্ধ অনুসরণ। আপনাদের এ নামাজ কি কবুল হবে?

আমি তাঁকে বললাম, আপনি ইমানদারির সঙ্গে বলবেন, তাকবিরে তাহরিমা থেকে সালাম পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজ ও কথার বিস্তারিত দলিল কি আপনার মুখস্থ আছে? আপনার যদি মুখস্থ থাকে, তাহলে দয়া করে আমাকে একটু শোনান?

তিনি বললেন, দু'তিনটা মাসআলা ব্যতীত কোন মাসআলার দলিল আমার মুখস্থ নেই। আমি বললাম, আপনার বক্তব্য অনুযায়ী আপনার নামাযও 97 ভাগ তাকলিদ ও অনুসরণ। আপনার নামাজ কি কবুল হবে? এবার তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, তারা বলে আমরা শুধু কুরআন ও হাদিস মানি। আমরা হানাফিদের নিকট হাদিস চাই, লাখ টাকার পুরষ্কার ঘোষণা করি, কিন্তু কোন হানাফি উত্তর দেয় না।

আমি বললাম, আমিও আপনার কাছে দু'টো হাদিস চাচ্ছি। আপনি আমাকে হাদিস দু'টো দেখান। প্রত্যেকটা হাদিসের বিনিময়ে কোটি টাকা দাবি করতে পারেন।

ক. এমন একটা হাদিস দেখান, ইমামের পিছে মুক্তাদির জন্য 113 টা সূরা পড়া হারাম, শুধু সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ এবং সূরা ফাতেহা

পড়া ছাড়া মুক্তাদির নামাজ হবে না এবং হাদিসটাকে আল্লাহ তায়ালা অথবা আল্লাহর রসুল স. সহিহ বলেছেন। কারণ, তাঁদের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা দলিল নয়।

খ. চার রাকাত নামাজে আটটি সিজদা থাকে। আপনারা সিজদায় যাওয়ার সময়ও রফয়ে ইয়াদাইন করেন না, সিজদা থেকে উঠার সময়ও রফয়ে ইয়াদাইন করেন না। সুতরাং ষোল জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করেন না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের শুরুতেও রফয়ে ইয়াদাইন করেন না। মোট আঠারো জায়গায় আপনারা রফয়ে ইয়াদাইন করেন না। চার রাকাতে মোট চারটি রুকু আছে। রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করলে মোট আটবার রফয়ে ইয়াদাইন করা হয়। প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের শুরুতে রফয়ে ইয়াদাইন করেন। সুতরাং মোট দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করে থাকেন। আপনি শুধু একটা হাদিস দেখাবেন যে, রসুল স. আঠারো জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন না এবং দশ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। আর এটা তার সব সময়ের আমল ছিলো। যে এভাবে নামাজ পড়বে না, তার নামাজ হবে না। এও দেখাবেন যে, আপনার দেয়া হাদিসটা আল্লাহ তায়ালা অথবা তাঁর রসুল স. সহিহ বলেছেন।

আপনি এই দু'টো হাদিস দেখাতে পারলে আপনাকে পুরষ্কৃত করবো এবং সাথে সাথে আহলে হাদিস হয়ে যাবো। একজন নিরপেক্ষ আরবি প্রফেসরের কাছ থেকে সত্যায়ন নিয়ে আসবেন যে, হাদিস দু'টোতে আমাদের প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর রয়েছে।

ওহিদ সাহেব বললেন, আমি তো এমন হাদিস জানি না। আমি আমাদের আলেমদের নিকট যাবো। তাদের কাছে হাদিস দু'টো জিজ্ঞাসা করবো। আমি যদি হাদিস আনতে পারি, তাহলে আপনাকে আহলে হাদিস হতে হবে। আর যদি আমি না আনতে পারি, তাহলে আমি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হানাফি হয়ে যাবো। আমি বললাম, অবশ্যই।

দ্বিতীয় বৈঠক

তিন দিন পর ওহিদ সাহেব আবার এলেন। এসে বললেন, তিন দিন কোন বিশ্রাম করিনি। প্রত্যেক আহলে হাদিস আলেমের কাছে গিয়েছি। বলেছি, শুধু দু'টো হাদিস লিখে দিন। কিন্তু কেউ আগ্রহ দেখায়নি। বরং প্রত্যেকেই বলেছে, এধরনের প্রশ্ন আগামীতে আমাদের কাছে আনবেন না। এই প্রশ্নগুলো হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়। আমি তাদেরকে বললাম, এধরনের প্রশ্ন আপনারা যদি তাদেরকে করেন, সেটা হাদিসের উপর আমল হয়। আর তারা যদি আপনাদেরকে করে, সেটা হঠকারিতা?

এরপর তিনি বললেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমার হানাফি হওয়া উচিৎ। কিন্তু আমার এখনও বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে।

সূরা ফাতেহা

ওহিদ সাহেব বললেন, সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ। নামাজে সূরা ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবে না। আমি বললাম, দু'টো আয়াত বা হাদিস লিখে দিন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। 1. নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ। 2.নামাজে মোট কয়টা ফরজ আছে। এ দু'টো বিষয়ে দু'টো হাদিস দেখান। আপনাদের সব আলেম মিলেও এবিষয়ে কোন হাদিস দেখাতে পারবেন না। ওহিদ সাহেব, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দীন পরিপূর্ণ। আহলে হাদিসদের দীন অসম্পূর্ণ। তারা কোন হাদিস থেকে পরিপূর্ণ ফরজের তালিকা দিতে পারবে না। তিনি বললেন, এটা কেমন কথা? তারা যদি দেখাতে না পারে, তাদের অসম্পূর্ণ দীন ছেড়ে দেবো।

আমি বললাম, আপনি এতো দিন যাবত নামাজ পড়ছেন। এর দলিল জানা তো দূরে থাক, এর ফরজগুলোও জানেন না। কার অন্ধানুসরণে আপনি নামাজ পড়ছেন? আপনি নিকট তাকলিদ শিরক। এভাবে নামাজ আদায় করে আপনি নামাজি থাকেন না কি মুশরিক হয়ে যান?

রফয়ে ইয়াদাইন কি সুন্নত?

তিনি বললেন, আঠারো জায়গায় হাত না তোলা সুন্নত। দশ জায়গায় নিয়মিত হাত তোলা সুন্নত। হানাফিদের নামাজ সম্পূর্ণ সুন্নতের খেলাফ।

আমি বললাম, আমি পরিপূর্ণ আহলে হাদিস হতে চাই। আপনাদের মতো অসম্পূর্ণ আহলে হাদিস নই। এ ক্ষেত্রেও আমাকে দু'টো হাদিস দেখান। 1.আঠারো জায়গায় হাত না তোলা সুন্নত। দশ জায়গায় হাত তোলা সুন্নত। 2.চার রাকাত নামাজে মোট কয়টি সুন্নত আছে? এর দ্বারা জানতে পারবো, আপনার দীন পূর্ণ না কি অপূর্ণ। তিনি বললেন, আমার তো এমন হাদিস জানা নেই। আমি বললাম, আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি সারা পৃথিবীর মানুষকে মুশরিক ও বে-নামাজি বলতে দ্বিধা করেন না। অথচ নিজের নামাজের ব্যাপারে এতো উদাসীন? নামাজের ফরজের ব্যাপারে কোন হাদিস জানেন না। সুন্নতের ব্যাপারে কোন হাদিস জানেন না। কিয়ামতের দিন পুরো নামাজের হিসেবে হবে না কি অর্ধেক নামাজের? একটা ফরজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না কি সবগুলো ফরজ সম্পর্কে? নিজেদের উপর একটু দয়া করুন। অন্যদেরকে বেনামাজি বলার পরিবর্তে নিজেদের নামাজ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করুন।

নামাজ হয় না

ওহিদ সাহেব বললেন, ইমামের পিছে সূরা ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবে না। এ ব্যাপারে সব মুসলমান একমত। আমি বললাম, আপনি সব মুসলমান দ্বারা হয়তো কোন অবিবেচক আহলে হাদিস আলেম উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আপনার হয়তো জানা নেই, আপনাদের আলেমরা এ বিষয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এবার শুনুন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, আমি কোন মুসলমানকে বলতে

শুনিনি, ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পড়ার সময় মুক্তাদি সূরা ফাতেহা না পড়লে তার নামাজ হবে না। তিনি আরও বলেন, রসুল স, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেইনদের কেউ ইমামের পিছে মুক্তাদি কিরাত না পড়লে নামাজ নষ্ট হওয়ার কথা বলেননি। এমনকি মদিনার আলেম ইমাম মালেক রহ, ইরাকের আলেম ইমাম সুফিয়ান সাউরি রহ, শামের আলেম ইমাম আওযায়ি রহ. ও মিশরের আলেম ইমাম লায়স রহ.ও এমত সমর্থন করেছেন।[১০]

আরও শুনুন, ইমাম বোখারি রহ. এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন আহলে হাদিসও এই দাবি করেননি যে, ইমামের পিছে সূরা ফাতেহা না পড়লে তার নামাজ হবে না। একারণে বর্তমানে কিছু নামাজ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে যে মত প্রকাশ করেছে, এটা কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। বিশেষভাবে আহলে হাদিসদের উল্লেখযোগ্য আলেম ও সাংগঠনিক ব্যক্তিরা এ মতের বিরোধী।[১১]

আহলে হাদিস আলেম ইরশাদুল হক আসারি বলেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর সময় থেকে তাউযিহুল কালাম এর লেখক পর্যন্ত কেউ-ই ইমামের পিছে সূরা ফাতেহা না পড়ার কারণে কাফের বা বে-নামাজি হওয়ার ফতোয়া দেননি। কোন আলেমই বলেননি, সূরা ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবে না বা সে কাফের হয়ে যাবে।[১২]

---

[১০] আল-মুগনী, খ.1, পৃ.602।

[১১] তাউযীহুল কালাম, খ.1, পৃ.43।

[১২] তাউযীহুল কালাম, খ.1, পৃ.517।

অন্য এক জায়গা লিখেছেন, সূরা ফাতেহার ব্যাপারে আমাদের মতামত হলো, ইমামের পিছে সূরা ফাতেহা পড়ার বিষয়টি একটি শাখাগত মতানৈক্য। একটি ইজতেহাদি মাসআলা। সুতরাং কেউ সর্বাত্মক চেষ্টা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইমামের পিছে সূরা ফাতেহা পড়া জরুরি নয়, তবে তার নামাজ বাতিল হবে না।[১৩]

আহলে হাদিস আলেমদের বক্তব্য ওহিদ সাহেবকে দেখালাম। তিনি প্রত্যেকটি বক্তব্য কয়েকবার পড়ে বললেন, আহলে হাদিস মাজহাব বড় রহস্যময়। বক্তৃতার সময় রাত-দিন আমাদেরকে বলে, হানাফিদের নামাজ হয় না। অথচ লেখার সময় এই কথাকেই অবাস্তব ও ভিত্তিহীন বলেন। এর দ্বারা একটা বিষয় স্পষ্ট হলো। আহলে হাদিসদের সুপ্রতিষ্ঠিত কোন মতাদর্শ নেই। এদের মূল উদেশ্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঙ্গে বিরোধিতা ও গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘরে বসে খুব বিষোদগার করে থাকে। এমনকি হানাফিদেরকে বেনামাজি ও মুশরিক বলে। অথচ হানাফিদের সামনে এলে নিশ্চুপ হয়ে যায়। নিজেদের মতবাদকেই ভিত্তিহীন, বিবেচনাহীন বলে দেয়। ফেরকাটি বোধ হয় গিরগিটির মতো রঙ পরিবর্তন করে।

হে আল্লাহ, মিথ্যা থেকে রক্ষা করুন:

ওহিদ সাহেব বললেন, স্ববিরোধিতা ও মিথ্যা তো হানাফিদের মাঝেও আছে। প্রথম যুগের হানাফিরা স্ববিরোধিতা করতো না।

---

১৩ খইরুল কালাম, হাফেজ মুহাম্মাদ গোন্দলভী, পৃ.33। তাউযীহুল কালাম, মাওলানা ইরশাদুল হক্ব আসারী, খ.1, পৃ.45।

বর্তমানের হানাফিরা কুরআন হাদিসও মানে না, সঠিকভাবে হানাফি মাযহাবও মানে না।

এরপর তিনি আহলে হাদিসদের শিখিয়ে দেয়া বুলি আওড়াতে শুরু করলেন। বললেন,

1. হেদায়াতে (1/10) রয়েছে, পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয।

2. রসুল স. সর্বদা অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামাজ আদায় করতেন। (হেদায়া 1/271)।

3. আজানে তারজি প্রমাণিত (হেদায়া, খ.1, পৃ.292)।

4. মিরজা মাজহার জানে জানা রহ. সর্বদা বুকের উপর হাত বাঁধতেন। (হেদায়া, খ.1, পৃ.391)।

5. এক রাকাত বেতর নামাজের ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য হয়েছে। (হেদায়া, খ.1, পৃ.529)।

6. ইবনুল হুমাম রহ. বলেছেন, রুকু থেকে উঠে কুনুত পড়ার হাদিসটি সহিহ। (হেদায়া, খ.1, পৃ.530)।

অথচ বর্তমানের হানাফিরা আহলে হাদিসদের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে হেদায়ার এই মাসআলাগুলোর উপর আমল করে না।

আমি বললাম, আপনি হেদায়ার উদ্ধৃতি দিয়ে যে মাসআলাগুলো বলেছেন, সবগুলো উদ্ধৃতি মিথ্যা। হেদায়াতে বরং এর উল্টো রয়েছে। সেখানে লেখা আছে,

1. لا يجوز المسح علي العمامة অর্থাৎ পাগড়ির উপর মাসেহ জায়েয নেই। (হেদায়া, খ.1, পৃ.40)।

2. يستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه السلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر অর্থাৎ ফজরের নামাজে চারিদিকে সামান্য আলোকিত হলে নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা রসুল স. বলেছেন, তোমরা ফজরের নামাজ একটু ভোর করে আদায় করো। কেননা, এতে সওয়াব বেশি।

3. لا ترجيع في المشاهير অর্থাৎ মশহুর হাদিস সমূহে আজানে কোন তারজি এর কথা নেই। (হেদায়া, খ.1, পৃ.210)।

4. হেদায়ার গ্রন্থকার 590 হিঃ ইন্তেকাল করেছেন। অথচ মিরজা মাযহার জানে জানা রহ. 1111 হিঃ ইন্তেকাল করেছেন। ছয় শ' বছরের আগের কিতাবে তাঁর বুকের উপর হাত বাঁধার কথা কীভাবে লেখা হয়েছে?

5. হেদায়াতে রয়েছে, حكي الحسن الإجماع علي الثلاث অর্থাৎ হাসান বসরি রহ. বিতর নামাজ তিন রাকাত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের ঐকমত্যের কথা বলেছেন।

6. আলাম্মা ইবনুল হুমাম রহ. 861 হিঃ ইন্তেকাল করেছেন। হেদায়ার গ্রন্থকার 590 হিঃ ইন্তেকাল করেছেন। নিজের জন্মের তিন শ' বছর পূর্বে আল্লামা ইবনুল হুমাম কীভাবে হেদায়া কিতাবে রুকু থেকে উঠে কুনুতের হাদিস সহিহ বলেছেন?

আপনারা এধরনের হাস্যকর, নির্বুদ্ধিতামূলক বিষয় কেন উল্লেখ করেন? ওহিদ সাহেব বললেন, এই উদ্ধৃতিগুলো আমাদের আলেম মাওলানা ইউসুফ জৈপুরী তার হাকিকাতুল ফিকহ নামক কিতাবে লিখেছেন। তারা যদি মাসআলাগুলো মূল আরবি হেদায়া থেকে না দেখাতে পারে, তাহলে আহলে হাদিস মাজহাব মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না।

আমি বললাম, পূর্বে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী দু'টি হাদিস আনতে বলেছিলাম। আনতে পারেননি। পূর্ণ নামাজের ফরজ ও সুন্নত হাদিস থেকে প্রমাণ করতে পারেননি। এবার এক শ্বাসে হানাফি ফিকহের ব্যাপারে ছয়টা মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। এগুলোও আপনি কখনও দেখাতে পারবেন না। এবার বলুন, বিরোধী মনোভাব, কথায় কথায় মিথ্যা বলা কি হানাফিদের অভ্যাস না কি আপনাদের?

শুধু জিদ

উপমহাদেশে হানাফিরা ইসলামের সঠিক চর্চা করছে। তারা ইসলাম এনেছে। কুরআন ও হাদিস এনেছে। ফিকহ এনেছে। লক্ষ্য-কোটি মানুষকে মুসলমান বানিয়েছে। ইংরেজদের সময়ে যখন আহলে হাদিসদের জন্ম হলো, তারা হানাফিদের বিরোধিতাই তাদের নিত্য দিনের প্রধান কাজ বানিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করছি,

1. হানাফি মাযহাবে বীর্য নাপাক। আহলে হাদিসরা জিদের বশবর্তী হয়ে বলেছে, বীর্য একেবারে পবিত্র।[১৪]

2. অল্প পানিতে যদি সামান্য পরিমাণও নাপাক পড়ে, হানাফি মাজহাব অনুযায়ী পানি নাপাক হয়ে যাবে। পানির স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন না হলেও। অথচ আহলে হাদিস আলেম হাকিম সিয়ালকুটি বলেছে, পানির রং, স্বাদ, গন্ধ পরিবর্তন না হলে অল্প পানিতে নাপাক পড়লেও পানি পবিত্র থাকবে।[১৫]

3. হানাফি মাযহাবে মদ পেশাবের মতো সম্পূর্ণ নাপাক। শুধু জিদের বশবর্তী হয়ে ওহিদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন, মদ পাক।[১৬]

---

[১৪] আরফুল জাদী, পৃ.10, কানযুল হাকায়েক, পৃ.12। নুযুলুল হাকায়েক, খ.1, পৃ.49। বুদুরুল আহিল্যা, পৃ.15।

[১৫] সালাতুর রাসূল, পৃ.53।

[১৬] নুযুলুল আবরার, খ.1, পৃ.49।

(4, 5, 6) মৃত প্রাণী, শুয়োর, রক্ত হানাফি মাযহাবে সম্পূর্ণ নাপাক। আহলে হাদিসরা শুধু বিরোধিতা করার জন্য বলে দিয়েছে এগুলো পাক।[১৭]

তাদের নিকটে বীর্য, শুয়োর, মৃতপ্রাণী, রক্ত ইত্যাদিতে ভরে গেলেও শরীর ও কাপড় নাপাক হয় না। ওহিদ সাহেব, খুব ভালো হয়, একদিন যদি তাদের মতাদর্শ অনুসরণ করে এগুলো মেখে নামাজ আদায় করেন? একদিন হলেও তো প্রকৃত আহলে হাদিস হয়ে এক ওয়াক্ত নামাজ হাদিস অনুযায়ী পড়া হবে। কী বলেন?

7. হানাফি মাযহাবে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে ইস্তেনজা করা নিষেধ। অথচ তারা জিন্দের বশবর্তী হয়ে বলেছে, ইস্তেনজার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করলে কোন সমস্যা নেই। এটি মাকরুহ হবে না।[১৮]

8. হানাফি মাযহাবে ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। অথচ তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, নাপাক অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বৈধ।[১৯]

হজরত মাওলানা রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভি রহ. লিখেছেন,

“আরেকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনুন। উন্মুক্ত প্রান্তরে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে পেশাব-পায়খার বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

---

[১৭] বুদুরুল আহিল্যা, পৃ.10।

[১৮] নুযুলুল আবরার, খ.1, পৃ.53।

[১৯] আরফুল জাদী, পৃ.15।

এক্ষেত্রে সতর্কতা হলো, খোলা মাঠেও কিবলামুখী হয়ে বসবে না। কিন্তু আহলে হাদিসদের নিকটে হকপন্থীদের বিরোধিতা হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ। সুতরাং করাচীতে আহলে হাদিস মসজিদে আগের পায়খানা ভেঙ্গে কেবলামুখী করে নতুন পায়খানা বানিয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, চৌদ্দ শ' বছর ধরে এই সুন্নতটা মৃত ছিলো। আমরা একে জীবিত করেছি"।[২০]

হাদিসের বিরোধিতা

ওহিদ সাহেব বললেন, আহলে হাদিসরা হানাফিদের বিরোধিতা করেছে। আর হানাফিরা রসুল স. এর বিরোধিতা করেছে। রসুল স. বলেছেন, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করো। অথচ বেহেশতি জেওরে আছে, সাতবার নয়, তিনবার ধৌত করবে। দেখুন, মক্কার ইসলাম কুফায় এসে কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে। এই বিরোধিতার কোন অর্থ আছে? রসুল স. এক কথা বলেছেন, আর ইমাম আরেকটা বলেছেন।

আমি বললাম, ওহিদ সাহেব, ইমাম আতা রহ. মক্কা শরীফের মুফতি ছিলেন। তিনি দু'শ সাহাবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কারও পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তাতে পানি প্রবাহিত করে তিনবার ধৌত করবে। হজরত আতা রহ. হজরত আবু হুরাইরা রা.

[২০] আহসানুল ফাতাওয়া, খ.3, পৃ.109।

থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হুরাইরা রা. কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র তিনবার ধৌত করতেন।[২১] হজরত আতা আরও বলেন, আমি এ ব্যাপারে সাতবার ধৌত করার বর্ণনা শুনেছি। পাঁচবার ও তিনবার ধৌত করার বর্ণনাও শুনেছি।[২২]

ওহিদ সাহেব, দু:খজনক বিষয় হলো, আপনি বেহেশতি জেওর থেকে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আপনি বলেছেন, বেহেশতি জেওরে সাতবার ধৌত করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি রহ. মাসআলাটি খুবই সতর্কতার সঙ্গে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "কুকুরের এঁটে নাপাক। কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে পাক হওয়ার জন্য কমপক্ষে তিনবার ধুতে হবে। মাটির পাত্র হোক কিংবা কাসার। তবে সাতবার ধুয়া উত্তম। একবার মাটি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করবে"।[২৩]

ওহিদ সাহেব, থানবি রহ. যা লিখেছেন, এটা কোন হাদিসের বিরোধী হয়েছে? এবার আপনাদের আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের বক্তব্য একটু শুনুন। পাত্রে কুকুরের দেয়া সংক্রান্ত হাদিসটি কুকুরের লালা, রক্ত, পশম ও ঘাম নাপাক প্রমাণ করে না।[২৪]

নওয়াব ওহিদুজ্জামান সাহেব লিখেছে, লোকেরা কুকুর, শুয়োর ও তাদের লালা নাপাক হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য করেছে। সঠিক

---

[২১] দারে কুতনী, খ.1, পৃ.66।

[২২]মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, খ.১, পৃ.৯৭।

[২৩] বেহেশতী জেওর। খ.1, প্রাণির এঁটের বিধান, দ্বিতীয় মাসআলা।

[২৪] বুদুরুল আহিল্যা, পৃ.16।

বিষয় হলো, এদের লালা পাক। একইভাবে কুকুরের পেশাব-পায়খানা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সত্য কথা হলো, এগুলো নাপাক হওয়ার কোন প্রমাণ নেই।[২৫]

ওহিদ সাহেব, আপনাদের আলেমরা কুকুর কতো ভালোবাসেন দেখেছেন? কুকুরের রক্ত পাক। পেশাব পাক। পায়খানা পাক। লালা ও এঁটেও পাক।

একটি স্ববিরোধিতা:

ওহিদ সাহেব এবার বললেন, হেকায়াতে সাহাবাতে শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ. একটি স্ববিরোধী বক্তব্য লিখেছে। হেকায়াতে সাহাবার 37 পৃ. লিখেছেন, হজরত হানযালা রা. বলেন, "রাসূল স. এর সংস্পর্শে থাকলে একটা বিশেষ অবস্থা থাকে। আমরা যখন স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, সেই অবস্থাটা আর থাকে না। একারণে আমি মুনাফেক হওয়ার আশঙ্কা করছি"। 79 পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হজরত হানযালা রা. এর নতুন বিবাহ হয়েছিলো। তিনি ফরজ গোসল ছাড়াই জিহাদের ময়দানে গিয়ে শহীদ হয়ে যান। ফেরেশতারা তাঁর গোসল দিয়েছে। সুতরাং হজরত হানযালা রা. এর সন্তান কোথা থেকে এলো, যাদের সঙ্গে থাকার কারণে তিনি মুনাফেক হওয়ার আশঙ্কা করেছেন? এধরনের স্ববিরোধী বক্তব্যের কারণে শিক্ষিত লোকেরা এই কিতাব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

---

২৫ নুযুলুল আবরার, খ.1, পৃ.50।

আমি বললাম, আল-হামদুলিল্লাহ, অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই এই কিতাবের বরকতে দীনের পথে আসছে। তবে অশিক্ষিত ও গোঁড়া লোকদের কোন ওষুধ কারও কাছে নেই। যে বর্ণনায় হজরত হানযালা রা. এর মুনাফেক হওয়ার আশঙ্কা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হলেন হজরত হানযালা ইবনুর রাবী। তিনি একজন বিশিষ্ট ওহি লেখক ছিলেন। যাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছে, তিনি হলেন, হজরত হানযালা ইবনে মালেক (রাযি:)। বিষয়টি মেশকাত শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ মেরকাতে[২৬] রয়েছে। ওহিদ সাহেবকে যখন বিষয়টি দেখালাম, তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তওবা। তওবা। আমি তো এই প্রশ্ন করে অনেককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছি। এখন বুঝলাম, এটা আমার নিজের ইলমের স্বল্পতা। আমাকে ক্ষমা করবেন।

রক্ত পান

ওহিদ সাহেব বললেন, রক্ত নাপাক হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। অথচ শাইখুল হাদিস রহ. দু'জন সাহাবির রক্ত পানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রসুল স. তাদের রক্ত পানের কথা জানতেন। কিন্তু তিনি এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। বরং বলেছেন, যার রক্তে আমার রক্ত মিশেছে, তাঁকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর নবি কি কুরআনের বিরোধিতা করতে পারেন? দু'টি ঘটনার একটা হলো, হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. এর পিতা হজরত মালেক ইবনে সিনান রা. এর।

---

[২৬] মেরকাত, খ.6, পৃ.197।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. আল-ইসাবা[২৭] নামক বিখ্যাত কিতাবে এটি উল্লেখ করেছে। হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ. আল-ইস্তেয়াবেও[২৮] ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত এই দুই মুহাদ্দিসকেও কি আপনার অভিযোগের অন্তর্ভূক্ত মনে করেন? দ্বিতীয় বিষয় হলো, হজরত মালেক ইবনে সিনান রা. উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন।[২৯] উহুদের যুদ্ধের অনেক শহীদ সাহাবি মদ পান করতেন। কারণ, তখনও মদ হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন, উহুদের আগে রক্ত হারাম হয়েছিলো? ইমাম কুরতুবী রহ. তাফসীরে কুরতুবীতে[৩০] লিখেছেন, প্রবাহিত রক্ত হারাম হওয়ার আয়াতটি বিদায় হজে আরাফার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আপনাকে আগে রক্ত হারাম হওয়ার বিধানটি উহুদের আগে ছিলো, এটা প্রমাণ করতে হবে। নতুবা আপনার প্রশ্নটা একেবারেই অবান্তর। তবে নবিজি স. ও সাহাবাদের ব্যাপারে আমাদের সুধারণা রাখা জরুরি। একারণে সাধারণভাবে কোন সাহাবির মদ পানের কথা শুনলে আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি, এটা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে ছিলো। একইভাবে কোন সাহাবির রক্ত পানের কথা শুনলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলবো, তিনি হারাম হওয়ার পূর্বে এমনটা করেছিলেন। রক্ত পান করা সত্ত্বেও রসুল স. তাকে কিছু না বলার অর্থ হলো এটি হারাম হওয়ার আগের ঘটনা।

---

[২৭] আল-ইসাবা, খ.3, পৃ.346।

[২৮] আল-ইস্তেয়াব, খ.3, পৃ.370।

[২৯] প্রাগু3।

[৩০] তাফসীরে কুরতুবী, খ.2, পৃ.216।

দ্বিতীয় সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রা. রসুল স. এর মৃত্যুর সময় নয় বছরের শিশু ছিলেন। তাঁর ঘটনাটিও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আল-ইসাবাতে[৩১] উল্লেখ করেছেন। আপনি কি এই ঘটনা উল্লেখের কারণে ইবনে হাজার আসকালানি রহ. কেও অভিযুক্ত করবেন? রক্ত হারাম হওয়ার পূর্বে এটা করলে কোন অভিযোগ করার সুযোগ থাকে। রক্ত হারাম হওয়ার পরে করলেও সমস্যা নেই। কেননা, রসুল স. তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, যে শরীর আমার রক্ত প্রবেশ করবে, তা কখনও জাহান্নামে যাবে না। তোমার কারণে মানুষ ধ্বংস হবে আর তুমি তাদের কারণে।

ওহিদ সাহেব, এধরনের অভিযোগ জিদ ছাড়া কিছুই নয়। শরিয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। দেখুন, হানাফি মাযহাবে ইমাম নাপাক থাকলে, ওজু কিংবা ফরজ গোসল ছাড়া ইমাম যদি নামাজ পড়ায়, মুসল্লিদের নামাজ হবে না। অথচ শুধু জিদের বশবর্তী হয়ে আপনাদের আলেম ওহিদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন, ফরজ গোসল অথবা ওজু ছাড়া যদি ইমাম নামাজ পড়ায়, তাহলে মুক্তাদিদের নামাজ বিশুদ্ধ থাকবে। দ্বিতীয় বার পড়ার প্রয়োজন নেই।[৩২] আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট কোন কাফেরের পিছে মুসলমানের

---

[৩১] আল-ইসাবা, খ.2, পৃ.310।

[৩২] নুযুলুল আবরার, খ.1, পৃ.101।

নামাজ বিশুদ্ধ নয়। অথচ ওহিদ সাহেব লিখেছেন, কাফেরের পিছে মুসলমানের নামাজ বিশুদ্ধ হবে।[৩৩]

রসুল স. এর শরীর থেকে নির্গত পদার্থ

ওহিদ সাহেব বললেন, শায়খ যাকারিয়া রহ. বলেন, রসুল স. এর শরীর থেকে নির্গত পদার্থসমূহ ও বর্জ্য পবিত্র। এমনকি পেশাব-পায়খানাও পবিত্র।

আমি বললাম, ফুজলা শব্দের অর্থ খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ। পাকস্থলী খাদ্য আত্তীকরণ করে তার শক্তি শোষণ করে নেয়। পাকস্থলীর এই খাদ্য থেকে গৃহীত শক্তি যকৃৎ, হৃৎপিন্ড ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ গ্রহণ করে। পাকস্থলীর অতিরিক্ত অংশ বৃহদান্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্র হয়ে পায়খানা হিসেবে বের হয়। এ অংশকে পাকস্থলীর বর্জ্য বলে। পাকস্থলী থেকে গৃহীত শক্তির কিছু অংশ রক্ত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যকৃৎ শরীরে রক্ত উৎপাদন করে। রক্ত উৎপাদনের অতিরিক্ত অংশ রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে পেশাব হয়ে শরীর থেকে বের হয়। একে যকৃতের ফুজলা বলে। হৃৎপিন্ড শরীরের প্রত্যেক শিরা-উপরিশরায় রক্ত সঞ্চালন করে। রক্ত থেকে শিরায় যে অতিরিক্ত অংশ তৈরি হয়, তা ঘাম আকারে শরীর থেকে বের হয়। যে রক্ত ও শোষণকৃত শক্তি শরীরের ভিতরে রয়েছে, এগুলো গোশত হয়ে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। সব মানুষের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের শরীরের উপর মশা-মাছি বসলেও রসুল স. এর শরীরে এগুলো

---

[৩৩] নুযুল আবরার, খ.1, পৃ.101।

কখনও বসতো না। সাধারণ মানুষের ঘাম দুর্গন্ধযুক্ত হলেও রসুল স. এর ঘাম ছিলো উন্নত মানের সুঘ্রাণ। রসুল স. এর ঘুমকে ঘুমই বলা হয়, কিন্তু তাঁর ঘুম ছিলো আমাদের সাধারণ মানুষের জেগে থাকার চেয়ে শক্তিশালী। রসুল স. এর স্বপ্ন ওহি ছিলো। ঘুমের কারণে রসুল স. এর ওজু নষ্ট হতো না। রসুল স. নি:সন্দেহে মানুষ ছিলেন। কিন্তু আলাহ্ তায়ালা রসুল স. কে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন সেগুলো অস্বীকার করবেন কেন? ইয়াকুতও একটা পাথর। আবার হাজরে আসওয়াদ একটা পাথর। কিন্তু হাজরে আসওয়াদের সাথে ইয়াকুত তুলনীয়ও হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা নবিদের শরীরে জান্নাতের কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন। একারণে তাদের পবিত্র শরীর মৃত্যুর পরে মাটি নি:শেষ করতে পারে না। একইভাবে অন্যদের বর্জ্যের তুলনায় রসুল স. এর বর্জ্যে যদি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট থাকে, তাহলে সমস্যা কোথায়?[৩৪]

[৩৪] আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ আলেমের নিকট রাসূল স. এর শরীরের বর্জ্য পদার্থসমূহ পবিত্র। আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিখ্যাত কিছু মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করছি, যারা রাসূল স. এর পেশাব পান সংক্রান্ত হাদীসকে সহীহ অথবা হাসান বলেছেন।

1. ইমাম দারে কুতনী রহ। তিনি রাসূল স. এর পেশাব পান সংক্রান্ত হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (আশ-শিফা, কাযী ইয়ায রহ।খ.1, পৃ.50। আল-বদরুল মুনীর, খ.1, পৃ.481-486।)

2. আলাম্মা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (আল-বদরুল মুনীর, খ.1, পৃ.486)।

3. আলাম্মা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.। আল-খাসাইসুল কুবরা, খ.2, পৃ.441।

4. ইমাম আবু বকর আল-হাইসামী রহ. (মাজমাউয যাওয়াইদ, খ.8, পৃ.346-347)।

5. ইমাম মুনাবী রহ।(আত-তাইসীর বিশরহিল জামেইস সগীর, খ.2, পৃ.263)।

স্পষ্টভাবে যারা রাসূল স. এর বর্জ্যপদার্থকে পবিত্র বলেছেন,

6. ইবনে হাজার আসকালানী রহ। তিনি ফাতহুল বারীতে লিখেছেন, রাসূল স. এর বর্জ্য পদার্থ পবিত্র হওয়ার অনেক দলিল রয়েছে। ইমামগণ একে রাসূল স. এর একান্ত বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। (ফাতহুল বারী, খ.1 পৃ.468)।

ওহিদ সাহেব আমার সব কথা রেকর্ড করে নিয়ে গেলেন। দু'দিন পরে আবার এলেন। এসে বললেন, তারা যেমন আপনার চাওয়া হাদিস দু'টো দেখাতে পারেনি, তেমনি হাকিকাতুল ফিকহ এর ভুল উদ্ধৃতিগুলো মূল হেদায়া কিতাব থেকে দেখাতে পারেনি। সালাতুর রসুল এর ভুল উদ্ধৃতিগুলোও সেহাহ সেত্তা থেকে দেখাতে পারেনি। সালাতুর রাসূলে বিধি-বিধান সংক্রান্ত যয়িফ উল্লেখেরও যথার্থ কোন কারণ তাদের কাছে নেই। এখন আমি নিশ্চিত যে, এই ফেরকার সুনির্দিষ্ট কোন মূলনীতি নেই। এদের মূল ভিত্তিই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা। আপনি তাদের যে মাসআলাগুলো উল্লেখ করেছেন, এগুলো তারা জিদের বশবর্তী হয়েই দিয়েছে। আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। নাউযুবিল্লাহ, এতোদিন আমি সেসব আলেমের বিরোধিতা করেছি, যাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত রসুল স. এর সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত। আল্লাহর ভয়ে তারা সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত। হালাল-হারামের ব্যাপারে সীমাহীন সতর্ক। যাদের দিন-রাতের ফিকির হলো, কীভাবে সমগ্র পৃথিবীতে রসুল স. এর পথ ও পদ্ধতি বিজয়ী হয়। আমি তাদের বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই করিনি। তাঁদের ব্যাপারে মানুষের মাঝে কু-ধারণা ছড়িয়েছি। বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে মানুষকে দূরে সরানোর চেষ্টা করেছি।

---

7. ইবনে হাজার মক্কী আল-হাইসামী রহ.। (আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা আল-ফিকহিয়্যা, খ.4, পৃ.117)।

8. ইমাম গাজালী রহ.। আল-ওসীত, খ.1, পৃ.151-152।

9. মোল্লা আলী কারী রহ.। মেরকাত, খ.2, পৃ.160।

10. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস-সালেহী রহ। (সুবলুল হুদা ওয়ার রশাদ, খ.10, পৃ.445-456)।

11. বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ.। (আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা, খ.2, পৃ.432)।

(অনুবাদক)

এখন আমি অন্তর থেকে তওবা করছি। ইনশাআল্লাহ, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উপর অটল থাকবো। যারা আহলে সুন্নতের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ায়, তাদের ব্যাপারে নিজেও যেমন সতর্ক থাকবো, অন্যদেরকেও সতর্ক করবো। আল্লাহ তায়ালা আমাকে দীনের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন। দীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন।

আমিন।

লেখকের অন্যান্য বইঃ

1. মাজহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েক একটি গবেষনামূলক পর্যালোচনা। (অনলাইন ও অফলাইন)

2. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দৃষ্টিতে তাসাউফ। (অনলাইন)

3. নামাজ সংক্রান্ত চল্লিশটি মাসআলায় আরব আলেমদের মাঝে মতবিরোধ। (অনলাইন)

4. মাজহাব ও তাকলিদ বিষয়ে আরব আলেমদের ফতোয়া (প্রকাশিতব্য)

অনূদিত বইঃ

5. আসারুল হাসীদিশ শরীফ, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ। (প্রকাশিতব্য)

6. তাবলিগের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব মাওলানা আমিন সফদর রহ.

7. ইসলাম ও মানবাধিকার। মুফতি তাকী উসমানী দা.বা। (অনলাইন)

8. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ (দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের আকিদা-বিশ্বাস)

9. মাযহাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব, মাওলানা আমিন সফদর রহ.

iDEA

Islamic Da'wah & Education Academy